প্রথম আলো

তারিখ ... 0 5 FEB 2006

পৃষ্ঠা – ৩

শিক্ষা যখন পণ্য

তাহলে আরো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হোক

সাখাওয়াৎ আনসারী

স্বল্পশিক্ষিত এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে এ দেশ-সে দেশ ঘুরতে ঘুরতে অচিন দেশের এক রমরমা বাজারে এসে উপস্থিত হলেন। থরে থরে সেখানে চেনা-অচেনা অসংখ্য পণ্য বিক্রির জন্য সাজানো। হঠাৎ একটি চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। বিজ্ঞাপনটি এমন : এখানে অর্থের বিনিময়ে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসএসসি—২৫ হাজার, এইচএসসি-৫০ হাজার, বিএ—১ লাখ, এমএ—১.৫ লাখ এবং পিএইচডি—৩ লাখ টাকা। ব্যক্তিটি স্বল্পশিক্ষিত হওয়ায় মনে মনে ছিলেন প্রচণ্ড দুঃখী। তিনি ভাবলেন এই তো সুযোগ। নগদ ৩ লাখ টাকা দিয়ে একটি পিএইচডি ডিগ্রি কিনে মনের আনন্দে ঘোড়ায় চড়ে তিনি দেশের পথে যাত্রা করলেন। কিছু পথ যাওয়ার পর তার মনে হলো, একজন ডক্টরেটের ঘোড়া অশিক্ষিত—এটা তো ঠিক নয়। তিনি ভাবলেন, আমার মতো একজন ডক্টরেটের ঘোড়ার কমপক্ষে একটি বিএ ডিগ্রি না থাকলে তো মান থাকে না। তিনি আবার দোকানে ফিরে এসে বললেন, এই যে নিন আরো ১ লাখ টাকা, আমার ঘোড়াটির জন্য একটি বিএ ডিগ্রি দিন ভাই। বিক্রেতা গভীর মনস্তাপের সঙ্গে বলল, মাফ করবেন, এখানে শুধু গাধাদেরই ডিগ্রি দেওয়া হয়, ঘোড়াদের নয়।

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বছরখানেক আগেই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে চ্যান্সেলরের ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার কনসেপ্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।' আজকে আমাদের মনে হয়, তিনি সৌজন্যবশত 'প্রায় সব কটি' শব্দ ব্যবহার না করে 'অধিকাংশ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

আইন পাস হওয়ার পর '৯২ থেকে '৯৬ পর্যন্ত চার বছরে ২০টি এবং ২০০১ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত তিন বছরে ৩২টি মিলিয়ে মাত্র সাত বছরেই এ পর্যন্ত মোট ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে এ দেশের শিক্ষাবিদ, সাবেক আমলা এবং ব্যবসায়ী সমাজ যে কী পরিমাণ বুভুক্ষু, উদগ্র ও আন্তরিক এটি তারই বিরল-মহৎ এক দৃষ্টান্ত। এদের এই বিদ্যোৎসাহী প্রয়াস যদি তারা অনুগ্রহ করে অব্যাহত রাখেন, তবে অচিরেই আমরা দু চোখ ভরে শত বিশ্ববিদ্যালয়ের শত ফুলও ফুটতে দেখব।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিধানগুলোর ভুক্তিগুলোকে সরলীকরণের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয় হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে—ক. সকল শিক্ষক ও গবেষক একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে সর্বোচ্চ মেধার গ্রহণ-প্রদান-লালনে নিয়ত নিয়োজিত থাকবেন, খ. তারা একটি সমাজবদ্ধ বা কর্পোরেট বডির মতো পারস্পরিক আবদ্ধ থাকবেন, গ. তারা উচ্চতর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান শাখার উন্নয়ন ও ধারণা এবং তত্ত্ব প্রচারণার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন, ঘ. তারা উচ্চ মানসম্পন্ন শিক্ষা-গবেষণা কার্যকর করবেন।

আমরা এ পর্যায়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কি উল্লিখিত 'বিশ্ববিদ্যালয় কনসেপ্ট'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি প্রকৃতপক্ষেই কোনো গবেষণা ক্ষেত্র? এগুলো কি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'জ্ঞান শাখা'র কোনো প্রতিষ্ঠান? তাই যদি হবে তবে এগুলোতে কম্পিউটার বিজ্ঞান খোলা হলেও কেন খোলা হয়নি গণিত (যা হলো সব বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল), পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞানের মতো 'বেসিক সায়েন্স'? প্রায় প্রতিটিতেই ব্যবসায় প্রশাসনের মতো বিষয় খোলা হলেও কেন খোলা হয়নি অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ 'মাদার সাবজেক্ট'? মানবিকী বিদ্যার কথা তো বলাই বাহুল্য। ইংরেজি কদর পেলেও বাংলা, ইতিহাস, দর্শনের মতো মৌলিক বিষয় এগুলোতে অস্পৃশ্য। যে দেশের মানুষ বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, যে দেশের স্বাধীনতা বাহান্নর পথ ধরে, এমনকি যে দেশের নামকরণটিই হয়েছে বাংলা ভাষার নির্ভরতায়, সে দেশের উচ্চশিক্ষায় বাংলারই অস্তিত্ব থাকবে না—এটা কী করে হয়? আমরা কি ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, চীন ইত্যাদি দেশের কোনো সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবতে পারি যেখানে ইংরেজি, জার্মান, জাপানি এবং চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেই? বেসরকারি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ থাকতেই হবে—এমন একটি বাধ্যবাধকতা আরোপের সময় এসেছে। আর এ জন্য শুভবুদ্ধির প্রতিটি দেশপ্রেমিককে এগিয়ে আসতে হবে।

এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এমন একটি গোত্র বেশ কিছুদিন ধরেই গড়ে উঠেছে, যারা সময় পেলেই এই প্রচারণায় মেতে ওঠে যে, এগুলোর পড়াশোনার মান খুব উঁচু। সেখানে একটি ক্লাসও মিস হয় না। শিক্ষকরা প্রচণ্ড আন্তরিক ও মেধাবী। পক্ষান্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোনো পড়াশোনা হয় না, শিক্ষকরা দলাদলিতে সারাক্ষণ ব্যস্ত। বছরের মধ্যে ছয় মাস থাকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ছাত্ররা সারা বছর রাজনীতি-ধর্মঘট-হরতাল-মিছিল-মিটিং নিয়ে আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এতকিছু বলার পরও যদি সেগুলোর কার্যক্রম ভালো বলতেই হয়, তাহলে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগরের মতো সাধারণ মানুষের রক্ত-ঘাম করা ট্যাক্সের পয়সায় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু থাকার দরকার কী। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যেহেতু পাঁচ একর নিজস্ব ভূমির প্রয়োজন, তাই ২৫৬ একরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানে চালু হতে পারে আরো ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের সব কটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করতে যেখানে সময় লেগেছে এক যুগ, সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে এক ফুৎকারে চালু হয়ে যাবে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এই ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাবেন ৫১জন উপাচার্য, ৫১ জন উপ-উপাচার্য এবং ৫১ জন কোষাধ্যক্ষ মিলিয়ে মোট ১৫৩ জন, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ থেকেই আসবে বলে মনে করি। প্রতি পাঁচ বছরে সেটআপ একবার করে পরিবর্তিত হলে পালাক্রমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই হয়তো একদিন এসব পদের পরমারাধ্য সৌভাগ্য তিলক ললাটে ধারণ করতে পারবেন।

এবার আমরা এই ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো নিয়ে কিছু সুচিন্তিত প্রস্তাব পেশ করতে পারি। প্রথমেই এগুলোর জন্য প্রস্তাবিত নাম : ক্যাটেগরি ১. (দিকসংক্রান্ত)—ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, নর্থ পোল ইউনিভার্সিটি, সাউথ পোল ইউনিভার্সিটি; ক্যাটেগরি ২. (স্থানসংক্রান্ত)-২ ক. কন্টিনেন্টাল ইউনিভার্সিটি, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ইউনিভার্সিটি; ২. খ. গৌড় ইউনিভার্সিটি, সমতট ইউনিভার্সিটি, বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি; ২. গ. বনানী ইউনিভার্সিটি, গুলশান ইউনিভার্সিটি; ক্যাটেগরি-৩ (বর্ণসংক্রান্ত)-মিক্স-হোয়াইট ইউনিভার্সিটি, নেভি ব্লু ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি।

এবার এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী কী বিষয় পড়ানো হবে সে প্রসঙ্গ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, দেশের প্রায় সবাই কম্পিউটার বিজ্ঞানী, কম্পিউটার প্রকৌশলী বা ব্যবসা প্রশাসক হতে চায়। এই ৫১টির প্রতিটি যদি গড়ে ৩ হাজার করে শিক্ষার্থীর মালিকানা লাভে সক্ষম হয়, তবে মোট সংখ্যা হবে ১ লাখ ৫৩ হাজার। এদের ৭৬ হাজার ৫০০ জনকে কম্পিউটার বিজ্ঞানী/কম্পিউটার প্রকৌশলী আর বাকি ৭৬ হাজার ৫০০ জনকে ব্যবসা প্রশাসক হিসেবে গড়ে তোলা হলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসা বিকাশের মহতী দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়ে পড়বে। এরপরও যদি কেউ সর্বব্যাপী এই বিষয়গুলোর বাইরে বাজারমুখি বিষয় চালু করতে চান তাদের জন্য রয়েছে কয়েকটি প্রস্তাব। যেমন—১. আলু-পেঁয়াজ পচননিরোধক বিজ্ঞান ২. রসগোল্লা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিদ্যা, ৩. সড়ক খনন ও পুনর্ভরাট বিজ্ঞান ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করার জন্য ভবিষ্যতের বিদ্যোৎসাহীদের জন্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনের একটি নমুনাও দেওয়া হলো : আসুন! আসুন!! মেগা অফার। হেলায় স্বর্ণ সুযোগ হারাবেন না। সিট ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আসুন। ভর্তির জন্য এসএসসি ও এইচএসসিতে কমপক্ষে তৃতীয় বিভাগ বা জিপিএ ০+ থাকতে হবে। কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেই। এ সুযোগ সীমিত সময়ের জন্য।

সাখাওয়াৎ আনসারী : সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।